

৪. পলিসি হওয়ার তৎক্ষণাতঃ সর্বকম সুবিধা পাওয়া যায় না, কারণ কিছু বিশেষ রোগ এবং অপারেশনের জন্য অপেক্ষার সময়সীমা প্রথম 30 দিন এবং 2 - 4 বছর পর্যন্ত ধার্য করা থাকে তাই সময় থাকতে বিমা টা অবশ্যই করে রাখুন।
৫. সরকারি সংস্থায় ESIC / CGHS স্কীম এর আওতায় থাকলেও, বিকল্প হিসেবে ব্যক্তিগত বিমা থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ESIC র নিয়ম অনুসারে আপনি ইচ্ছামতো যেকোনো প্রাইভেট হাসপাতালে রোগীকে ভর্তি করতে পারবেন না। ESIC যদি রেফার করে তবেই সম্ভব, তবে CGHS এর ক্ষেত্রে এই নিয়মটি কার্যকর নয়।
৬. পলিসি নেওয়ার সময় বেশ কিছু জিনিস অবশ্যই দেখে রাখা প্রয়োজন যেমন - Local network hospitals list, Co-payment, Waiting period, OPD cover & Daycare treatment, Claim ratio, Cashless facility, Restoration, Modern treatments, Consumables benefits ইত্যাদি।
৭. মুদ্রাস্ফীতির কারণে চিকিৎসার খরচ যে হারে দিন দিন বেড়ে চলেছে সেটার কথা মাথায় রেখে পলিসির কভারেজ টা যেনো যথাযোগ্য হয় আপনার অথবা পরিবারের জন্য এইদিক টাও খেয়াল রাখা আবশ্যিক।
৮. সামর্থ্য অনুযায়ী পলিসি কেনার শুরুতেই বেশি Sum Insured নিয়ে রাখার চেষ্টা করুন, কারণ আপনি ইচ্ছা মতো পরে কভারেজ বাড়াতে পারবেন না কিন্তু সংকটকালীন পরিস্থিতিতে বেশি প্রিমিয়াম প্রদানের ক্ষমতা না থাকলে সেক্ষেত্রে আবেদনপত্র জমা করে পলিসির কভারেজ কমানো সম্ভব। তবে পরবর্তীকালে যদি কোনো ক্লেম হয় বা কোনো অসুস্থতা ধরা পরে তখন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির Underwriting টিম যদি মনে করে তবেই আপনার পলিসির পুনরায় কভারেজ বাড়ানো সম্ভব। কিন্তু সেক্ষেত্রে নতুন করে Waiting Period প্রযোজ্য হয়ে যায়।
৯. প্রাথমিক পলিসির সাথে একটা Top-up পলিসি এবং Add on cover যেমন - Critical illness, Cancer cover, Personal accident, OPD cover, Hospital cash benefit এই ধরনের কিছু বিশেষ পলিসি থাকাটাও সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ।
১০. Top-up পলিসি যেকোনো কোম্পানির নেওয়া যেতে পারে যেটা Secondary পলিসি হিসেবে কাজ করবে, যখন কোনো ক্লেম প্রাথমিক পলিসির সীমা অতিক্রম করবে তখন এই Top-up প্লানের সাহায্যে বাকি টাকাটা ক্লেম করা যেতে পারে।
১১. Low sum insured এর তুলনায় High sum Insured এর প্রিমিয়াম অনেকটাই কম হয়। তাই চেষ্টা করবেন একটু বেশি কভারেজ নিয়ে রাখার ভবিষ্যতের কথা ভেবে। তবে সর্বনিম্ন 10 লাখ Individual এবং 20 লাখ Floater পলিসিতে 2 - 4 সদস্যের পরিবারের জন্য একটি আদর্শ সমাধান বলা যায়।

১২. Individual পলিসির তুলনায় Floater পলিসিতে প্রিমিয়াম কিছুটা কম হয়। কিন্তু কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে Floater পলিসি দেওয়া নাও যেতে পারে IRDAI এর নিয়ম অনুসারে। যেমন 25 বছরের ঊর্ধ্বে কোনো সন্তান পিতামাতার পলিসিতে যুক্ত থাকতে পারে না, তবে কন্যা সন্তান থাকতে পারে যতদিন না তিনি বিবাহ করছেন কিন্তু তাতেও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে।
১৩. অনলাইন বা ব্যাংক মারফত বিমা নেওয়া যেতেই পারে তাতে প্রিমিয়াম কিছুটা কম হয় ঠিকই। কিন্তু ব্যাংক মারফত পলিসি বেশিরভাগ গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স হয় তাই সেগুলো তে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে না, হতেই পারে সেটা একই কোম্পানির পলিসি। আরও একটা কারণ হলো কোনো এজেন্ট এই ধরনের পলিসিতে নিযুক্ত থাকেন না তাই যথারীতি প্রিমিয়ামটাও কম হয়।
১৪. পরিষেবা এবং সহায়তার এর কথা বিচার করে কোনো এক প্রফেশনাল পরামর্শদাতার সাথে আলোচনা করেই পলিসি করাটা উচিত বলে মনে হয়। কারণ বর্তমানে ব্যাংকের সাথে যে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীর চুক্তি রয়েছে, সেটা ভবিষ্যতে নাও থাকতে পারে বা ব্যাংক ম্যানেজার / প্রতিনিধি ট্রান্সফার হয়ে যেতে পারেন। তাই একজন ব্যক্তিগত পার্সোনাল এজেন্ট যে পরিষেবা টা আপনাকে প্রদান করবেন সেটা ব্যাংক বা অনলাইন থেকে পাওয়াটা কিছুটা সংশয়জনক।
১৫. পলিসি নেওয়ার সময় কোনো শারিরীক অসুস্থতার কারণে বর্তমানে যে ওষুধ খাচ্ছেন বা কিছু বছর আগে হয়ে যাওয়া কোনো হাসপাতালাইজেশন / অপারেশন, সেইসব ধরনের তথ্য ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে জানিয়ে পলিসিটা করা উচিত। ভবিষ্যতে ক্লেম নিয়ে যাতে কোনও অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয় আপনাকে।
১৬. বর্তমানে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্রদান করছে যেগুলো আগে পাওয়া যেতো না। যেমন - Deductible option, Maternity coverage, Non medical items, Robotic & all daycare surgeries, Extended pre and post hospitalization, Cumulative bonus, OPD benefits, Waiting period reduction, Global coverage, Unlimited restoration, Air ambulance, Rehab treatment, Ayush treatment, Utero fetal surgery, Miscarriage ইত্যাদি।
১৭. যদি কোনো পলিসি আগে থেকেই করা থাকে সেটাকে চাইলে Upgrade / Migration করা যেতে পারে উক্ত কোম্পানির কিছু স্কীমে বাড়তি কিছু সুবিধার্থে, তবে সবটাই নির্ভর করছে ওই স্কীমের বর্তমান নিয়ম এবং Underwriter এর উপর। আরও একটা জরুরি বিষয় পলিসি Migrate করা হলে তাতে আগের অর্জিত কোনো বোনাস কিন্তু নতুন স্কীমে যুক্ত হয় না। তবে Seniority টা পুরোটাই পাওয়া যায়, কিন্তু মাতৃত্ব জনিত ক্লেম এর ক্ষেত্রে নতুন করে Waiting period প্রযোজ্য হয়ে যায়।

১৮. যেকোনো জেনারেল হেলথ পলিসি অন্য কোনো কোম্পানিতে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে যেটাকে Portability বলা হয়। তাতে পলিসির Seniority টা Carry Forward হয় কিন্তু বোনাস হয় না, এবং এক্ষেত্রে কোনো ধরণের Waiting Period থাকে না তবে সেটা নির্ভর করছে পলিসিটি কত বছরের পুরানো। IRDAI এর নিয়ম অনুযায়ী 45 দিন আগে থেকে এই আবেদন করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পলিসিটির ধারাবাহিকতা যেন অবশ্যই বজায় থাকে।
১৯. যেকোনো ক্লেম Cashless অথবা Reimbursement এই দুই প্রকারে করা যেতে পারে। Cashless এর ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক হাসপাতালে ভর্তির সময় বর্তমান পলিসি ডকুমেন্টের কপি জমা করলেই হবে। কিন্তু Reimbursement এর ক্ষেত্রে আপনি যেকোনো হাসপাতাল থেকে চিকিৎসা করতে পারেন সেক্ষেত্রে যাবতীয় খরচ প্রথমে আপনাকে বহন করতে হবে এবং সমস্ত আসল বিল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা করলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি সেটি যাচাই করে 1 - 2 মাসের মধ্যে সেই খরচ সাপেক্ষ টাকা মিটিয়ে থাকে।
২০. কিছু স্পেশাল পলিসি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্রদান করে থাকে যেমন Covid, Diabetic, Cancer, Heart সম্পর্কিত রোগের জন্য কিছু বিশেষ সুবিধা প্রদানের কথা ভেবে। তাই যদি আপনি এমন কিছু রোগ আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে এই ধরনের পলিসি নেওয়া যেতে পারে এবং এই পলিসিটি জেনারেল এক পলিসির মতোই কাজ করবে।
২১. পলিসির চলতি বছরে পরিবারের কোনো ব্যক্তিকে যদি একই Floater পলিসিতে নিযুক্ত করতে হয় তাহলে সেটি একটা আবেদন এবং সংশ্লিষ্ট প্রিমিয়াম দিয়েই সম্ভব তার জন্য Renewal এর তারিখ অবধি অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই।
২২. স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম জীবনবিমার মতো একইরকম থাকে না, এটি বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরিবর্তন হতে থাকে। কারণ বয়স বাড়লে মানুষের শরীর নানারকম রোগের সম্মুখীন হয় এবং এটি একটি জীবন বুকিং, যথারীতি প্রিমিয়ামটা মূলত সেই কারণেই বাড়ছে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া।
২৩. জীবনবিমার পলিসি নাম্বার পরিবর্তিত হয় না কিন্তু স্বাস্থ্যবিমার ক্ষেত্রে এটি একদম আলাদা, কারণ প্রত্যেক বছর Renewal এর পর পলিসি নাম্বার পরিবর্তন হয়ে যায়। তাই হাসপাতালে ভর্তির সময় বর্তমান পলিসি ডকুমেন্ট টা অবশ্যই সঙ্গে রাখবেন।
২৪. চিকিৎসার খরচের তারতম্যের জন্য স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম মূলত জোন অথবা গ্রামীন এবং শহুরে অঞ্চলের উপর নির্ভর করে। ধরায়াক আপনি একজন কোলকাতার বাসিন্দা কিন্তু আপনার বন্ধু তিনি থাকেন দিল্লী তে, সেক্ষেত্রে তাঁর প্রিমিয়াম অনেকটাই বেশি হবে কোলকাতা জোনের থেকে। অথচ পলিসিটি একই কোম্পানির একই স্কীমের।

২৫. স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম গণনা করা হয় গত জন্মদিনের তারিখ হিসেবে। যেমন - কোনো এক ব্যক্তির বয়স 35 বছর 11 মাস 28 দিন, তা সেটা 35 বছর বয়সই ধরা হবে কারণ এটি 365 দিনের কম। অতএব তিনি যদি এখনই কোনও এক পলিসি নিতে ইচ্ছুক হন তাহলে এই 35 বছর বয়সের প্রিমিয়ামের বিনিময়ে সেটি সম্ভব। কিন্তু পরের বছরের প্রিমিয়াম বেশি হলেও হতে পারে সেটা নির্ভর করছে বয়সের গ্রুপ অনুযায়ী।

২৬. কোনো এক পলিসি যেটা 8 বছরের উর্ধে ধারাবাহিক ভাবে চলেছে সেটিকে Moratorium period বলা হয়ে থাকে। এই ধরনের পলিসিতে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি কোনো ভাবেই ক্লেম প্রত্যাখ্যান করতে পারে না এবং এটি Portability পলিসির ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

২৭. বর্তমানে কিছু ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি জনসাধারণের কথা ভেবে EMI এর সুবিধা করে দিয়েছে। তাতে বছরের প্রিমিয়ামটা ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক প্রকারেও দেওয়া যেতে পারে, তবে এক্ষেত্রে কিছুটা টাকা বেশি যায় বার্ষিক প্রিমিয়ামের থেকে।

২৮. যদি পারেন 2 / 3 বছরের প্রিমিয়ামটা একসাথে দেওয়ার, তাতে বিশেষ কিছু সুবিধা পাওয়া যায় যেমন -

- ♦ তৎক্ষণাত 10-12% পর্যন্ত Premium Discount পাওয়া যায়। অতএব ব্যাংকে রাখা প্রিমিয়ামের টাকার উপর সর্বোচ্চ 3% সুদ পাওয়ার থেকে 12% প্রিমিয়ামে ছাড় পাওয়াটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।
- ♦ 3 বছরের প্রিমিয়ামে PED এর ক্ষেত্রে Waiting Period 36 মাস থেকে কমে 30 মাস হয়ে যায়।
- ♦ GST সংক্রান্ত যদি কোনও নতুন আইন সরকারের দ্বারা বাস্তবায়ন হয়, আপনার ক্ষেত্রে সেটি কিছু প্রযোজ্য হবে না।
- ♦ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী যদি কোনো কারণে প্রিমিয়াম বাড়ায়, সেটিও আপনার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে না মানে পরবর্তী 3 বছর একদম চিন্তা মুক্ত।
- ♦ Tax Rebate এর জন্য প্রত্যেক বছর আলাদা ডকুমেন্ট পাওয়া যায় ITR File এর জন্য।

২৯. বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি Wellness Discount এর ব্যবস্থাও করে রেখেছে। যদি আপনি নিয়মিত শরীরচর্চা করেন এবং সেই রিপোর্ট অনলাইনে জমা করলে পলিসি করার সময় বা Renewal প্রিমিয়ামে অনেকটা টাকা ছাড় পাওয়া যায়।

৩০. পলিসির প্রিমিয়াম Renewal এর নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে জমা করার চেষ্টা করবেন। কারণ সেটি অতিক্রম করলে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অতিরিক্ত 30 দিন বার্ষিক প্রিমিয়ামে এবং ত্রৈমাসিক বা ষাণ্মাসিক প্রিমিয়ামের ক্ষেত্রে 15 দিন ধার্য করে থাকে। তারপর পলিসিটি বাতিল হিসেবে গন্য হয়। তবে মাথায় রাখবেন Grace Period এ কোনো রকম ক্লেম পাওয়া যায় না।

৩১. গুরুতর কিছু না হলে হাসপাতালে ভর্তি না হওয়াটাই শ্রেয়, যতক্ষণ না ডাক্তারবাণ্ড ভর্তির প্রকৃত কারণটা লিখছেন। কারণ বেসরকারি হাসপাতাল বেশিরভাগ সময় নিজস্ব স্বার্থে রোগীর পরিবারকে ভর্তির পরামর্শ দিয়ে থাকে, যেটা কিনা বাড়িতে থেকেও সেই চিকিৎসা সম্ভব। তাই অনেক ক্ষেত্রে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এই ধরনের ক্লেম প্রত্যাখ্যান করে দেয়। তাই বিশেষত এই বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

৩২. হেলথ ইনস্যুরেন্স / মেডিকেল তখনই কার্যকর হয় যখন আপনি হাসপাতালে ভর্তি হবেন, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতেই সারা বছরে ওষুধ, ডাক্তার ফি, ডায়াগনস্টিক পরীক্ষার কারণে অনেক টাকা ব্যয় হয় সেগুলি জেনারেল হেলথ ইনস্যুরেন্সের মাধ্যমে ক্লেম করা যায় না। কিন্তু আজকাল সেগুলোও পাওয়া যায় OPD Care পলিসিতে Cashless এর মাধ্যমে।

৩৩. আজকাল বেশিরভাগ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি Fresh এবং Renewal পলিসিগুলি তে Health card & Policy documents hard copy তে দেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে পলিসি হোল্ডারদের সুবিধার্থে। এক্ষেত্রে চিন্তার কিছু নেই, কারণ আপনার পলিসি সংক্রান্ত যাবতীয় ডকুমেন্ট আপনার Email বা ইনস্যুরেন্স কোম্পানির মোবাইল Application এর মাধ্যমে থাকছে এবং আপনি চাইলে প্রিন্ট নিয়েও রাখতে পারেন।

এই সমস্ত অভিজ্ঞতা কাজের মাধ্যমে থেকেই শেখা আর একটা প্রচেষ্টা সাধারণ মানুষকে কিছুটা সচেতন ও অবগত করানোর স্বাস্থ্যবিমা সম্বন্ধে, আশা করি অনেকটাই বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। তাই এই সংক্রান্ত যদি কোনো রকম জিজ্ঞাসা বা সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাহলে এই নম্বরে নির্দিষ্ট যেকোনো সময়ে যোগাযোগ করতে পারেন। ভালো থাকবেন!

Ajay
Bhattacharya
Contact
9804842578 / 9432741937
ajaybhatt_27@outlook.com
a2z WealthCare
17, Niranjana Pally,
Block C, Bansdrani, Kolkata - 700070

"কিছু জরুরি কথা স্বাস্থ্যবিমা সম্বন্ধে"

আমরা প্রত্যেকেই জানি যে স্বাস্থ্যই সম্পদ তাই স্বাস্থ্যবিমা যদি না করা থাকে তাহলে অবশ্যই করে রাখুন আকস্মিক ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনার সুরক্ষা কবচ হিসেবে। কারণ এটি বর্তমানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঠিক যেমনটা ঘরের AC বা গাড়ির মতো। আর এটা তো মানতেই হয় বয়সের নির্বিশেষে আমরা বর্তমানে যে জীবনধারণের মাধ্যমে দিয়ে চলেছি তাতে আমাদের শরীরে রোগ ব্যধির সৃষ্টি যে হবেই এই নিয়ে কোনো সংশয় নেই। সরকারি হাসপাতালের অবস্থা নিয়ে আমরা সবাই অবগত, অতএব উন্নতমানের চিকিৎসার জন্য বেসরকারী হাসপাতালই একমাত্র ভরসা। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকেই এটাকে গুরুত্ব দিই না, অথচ আমরা গাড়ি বা বাইকের ইন্স্যুরেন্স নিয়ে অনেকটাই সচেতন। তাই নিজের এবং পরিবারের কথা চিন্তা করে স্বাস্থ্যবিমা থাকাটা অত্যন্ত জরুরী এবং একজন সূচিন্তিত ব্যক্তি এটিকে উপেক্ষা করতে পারেন না। নইলে এতদিনের কষ্টের সঞ্চিত অর্থ নিমেষে শেষ হয়ে যেতে পারে কোনো এক বড়ো চিকিৎসার খরচে। আর যদি আপনার স্বাস্থ্যবিমা করা থাকে তাহলে অবশ্যই যাচাই করুন যে তাতে কতটা কি সুবিধা আছে যাতে ভবিষ্যতে হাসপাতালে হয়রানির শিকার না হতে হয় আপনার পরিবারকে।

১. সরকারের পক্ষ থেকে কোনো হেলথ স্কীমের আওতায় থাকলেও, ব্যক্তিগতভাবে স্বাস্থ্যবিমা থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। কারণ তাতে কিছু বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায় না আর তার থেকে বড় কথা স্কীমটি যদি কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায় তখন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে আপনাকেই।
২. আপনি যদি কোনো গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স এর আওতায় থাকেন, যেটা বর্তমানে হয়তো আপনার কোম্পানি প্রদান করছে তাহলেও আলাদা একটা বিমা করিয়ে রাখুন নিরাপত্তার কথা ভেবে। কারণ কোম্পানি ছাড়ার পর তখন আপনি সেই গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স এর আওতায় থাকবেন না যতক্ষণ না অন্য কোম্পানিতে নিযুক্ত হবেন। তাই এই মাঝের সময়কালে যদি কোনো অঘটন ঘটে তাহলে সেই চিকিৎসার খরচ আপনার সঞ্চিত অর্থ থেকেই যাবে।
৩. অল্প বয়স এবং সুস্থ থাকাকালীন বিমা করাটা অবশ্যই প্রয়োজন, তাতে কম প্রিমিয়ামে বেশি কভারেজ টা পাওয়া যায়। কারণ বয়স বাড়ার সাথে সাথে মানুষের জীবনের ঝুঁকি বাড়তে থাকে তাই যথারীতি প্রিমিয়াম টাও বেশি হয়।